২৬/৭/২০০৫

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ... ৪ ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

সমস্যার আবর্তে শেরেবাংলা কৃষি ভার্সিটি

মোহাম্মদপুর সংবাদদাতা ॥ ইট পাথরের এই নগরে রয়েছে একখণ্ড সবুজ এলাকা, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাক্তন বিএআই)। রাজধানীর শেরেবাংলানগরে ৮৬.০১ একর জায়গায় ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘদিন থেকে রাস্তাঘাট, পানি, আবাসন, সেসনজটসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত।

১৯৩৮ সালে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের কৃষি শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান। এখানে ১৪টি একাডেমিক বিভাগে ১০৫১ জন শিক্ষার্থীসহ ৮২ জন শিক্ষক রয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ দিনের দাবির প্রেক্ষিতে গত ৬ জানুয়ারি একে পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা করা হয়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যাশা বাড়লেও বাড়েনি প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

প্রতিষ্ঠানটিতে আবাসন সমস্যা প্রকট। জানা গেছে, ১৯৯৭ সাল থেকে ছাত্র ভর্তি দ্বিগুণ করার পর থেকে আবাসিক এই প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা তীব্র আকার ধারণা করেছে। অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১০৫১ জন হলেও তিনটি ছাত্র হল ও একটি ছাত্রী হলে সর্বমোট সিটসংখ্যা মাত্র ৬৮০। ফলে ১ম ও ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ডাবলিং ফ্লোরিংসহ নানাবিধ সমস্যার মধ্যে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

আগামী সেশনে প্রস্তাবিত 'ফিশারিজ' ও 'ইকোনমিক্স' বিষয়ে এমএস কোর্স চালু হলে সমস্যা আরও প্রকট হবে। এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির একাডেমিক কার্যক্রম ন্যস্ত রয়েছে ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয় গাজীপুরস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ওপর। এই দ্বৈত শাসনে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা কার্যক্রমে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে আছে। সবুজ বনানীর

ক্যাম্পাসের অধিকাংশ বাতি জ্বলে না ॥ সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকার

এই বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম সন্ত্রাস বা হিংসা হানাহানিতে একদিনও বন্ধ হয়নি। তবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ সেশনজটের পুরো ফল ভোগ করতে হয়েছে এখানকার অসহায় শিক্ষার্থীদের। যদিও বর্তমানে সেশনজট অনেকাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে বলে জানানো হয়। শেষ বর্ষের ছাত্ররা জানান, তাঁদের চার বছরের বিএসসি এজি কোর্স শেষ করতে দীর্ঘ ৭-৮ বছর সময় লেগেছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ক্যাম্পাসের অধিকাংশ বাতিই অকেজো হয়ে আছে। ফলে সন্ধ্যার পর পরই নেমে আসে অন্ধকার। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে লাগানো হয়েছে ইলেকট্রিক ভাল্ব। এসব ভাল্ব মোমবাতির মতো মিট মিট করে আলো দেয়। ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সন্ধ্যার পর নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। অধিকাংশ রাস্তাঘাটই দীর্ঘদিন সংস্কার থেকে বঞ্চিত। শেষবর্ষের ছাত্র মোস্তাফিজ জনকণ্ঠকে জানান, বর্তমানে বহিরাগত চাঁদাবাজদের উৎপাত কমলেও পানি সমস্যা ও পরিবহন সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। বিভিন্ন হলে ডাইনিংয়ের খাবারের মানের অবনতি ঘটেছে। কমনরুমে দৈনিক পত্রিকা-ম্যাগাজিনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের দু'টি বাস বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ থাকে। প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব পাম্পটি দীর্ঘদিন যাবত নষ্ট হয়ে আছে। পুরনো একটি পাম্প দিয়ে শুধু সকালে ও সন্ধ্যায় দু'বেলা পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে প্রতিদিন।

এতকিছুর পরও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যাশা, বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রম শুরু হলে তাদের সব সমস্যার সমাধান হবে। তাদের প্রতিষ্ঠানটি হবে সন্ত্রাসমুক্ত সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়।